গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অক্টোবর ২০১৯ মাসের সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২৭ অক্টোবর ২০১৯
সময় : বেলা ১২:০০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং এতে কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়ঃ

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	অনিষ্পন্ন বিষয়	উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের ১০টি এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের আইন অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট ৩টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, The Railways Act,1890 (Act.No.IX of 1890) হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ২০.০৮.২০১৯ তারিখে Expression of Interest (EOI) আহবান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ৩টি প্রতিষ্ঠান EOI জমা প্রদান করেন। টিইসি কর্তৃক ৩টি প্রতিষ্ঠান নন-রেসপনসিভ হওয়ায় EOI বাতিল করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে Railway Act, 1890-এর ভাষান্তর/সংশোধনের কাজটি দীর্ঘদিন ধরে অনিষ্পন্ন রয়েছে। মন্ত্রিসভার এ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া দরকার। তিনি আইনটি ভাষান্তর/সংশোধনের নিমিত্ত খসড়া প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনে Singel Source-এর মাধ্যমে কনসালটেন্ট নিয়োগ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনিষ্পন্ন বিষয়াদি আলোচনার নিমিত্ত আরও বিস্তারিত তথ্যসহ তালিকাটি প্রস্তুত করে প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন।	(ক) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে; এবং (খ) Railway Act, 1890-এর ভাষান্তর/নতুনভাবে খসড়া প্রস্তুত করার নিমিত্ত প্রয়োজনে Singel Source-এর মাধ্যমে কনসালটেন্ট নিয়োগ করতে হবে এবং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং ৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

<table>
<tr><th>:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>২</td><td>অডিট আপত্তি</td><td>
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট-১), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>সভা</th><th>প্রমাপ</th><th>অর্জন (সংখ্যা</th><th>শতকরা হার</th><th>আলোচিত</th><th>সুপারিশকৃত</th><th>নিষ্পত্তি</th></tr>
<tr><td rowspan="2">জিএম (পূর্ব)</td><td>দ্বি-পক্ষীয়</td><td>মাসে ৮টি</td><td>১০টি</td><td>১২৫%</td><td>১১০টি</td><td>৩৬টি</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>ত্রি-পক্ষীয়</td><td>২ মাসে ১টি</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">জিএম (পশ্চিম)</td><td>দ্বি-পক্ষীয়</td><td>মাসে ৮টি</td><td>৭টি</td><td>৮৭.৫০%</td><td>৭৯টি</td><td>৫৫টি</td><td>৪৮টি</td></tr>
<tr><td>ত্রি-পক্ষীয়</td><td>২ মাসে ১টি</td><td>১টি</td><td>১০০%</td><td>০৫টি</td><td>০৫টি</td><td>-</td></tr>
</table>
তিনি আরও জানান যে, রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয়ে ৫৮০টি সাধারণ, ৫৩টি অগ্রিম এবং ১১০টি খসড়াসহ মোট ৭৪৩টি অডিট পেন্ডিং রয়েছে, কিন্তু কোন আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি; জিএম (পূর্ব) কার্যালয়ে ৮৪৫৭টি সাধারণ, ৭৭৭টি অগ্রিম এবং ৫৮২টি খসড়াসহ মোট ৯৮১৬টি অডিট পেন্ডিং রয়েছে। আলোচ্যমাসে মোট ২০টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে; জিএম (পশ্চিম) কার্যালয়ে ৭৭৮৪টি সাধারণ, ৭০১টি অগ্রিম এবং ৩৯২টি খসড়াসহ মোট ৮৮৭৭টি অডিট পেন্ডিং রয়েছে। আলোচ্যমাসে মোট ৫২টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। মাস শেষে সর্বমোট ১৯৪৩৬টি আপত্তি পেন্ডিং রয়েছে। এছাড়া, ১০ম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটির ৪১তম, ৪৫তম, ৫৪তম ও ৭১তম বৈঠকে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহিত ৫৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৪০টি অডিট আপত্তি বিআর-এর নিকট পেন্ডিং রয়েছে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, প্রকল্প শেষ হওয়ায় পর প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র বুঝে নেয়ার জন্য একজন কর্মকর্তা অথবা একটি সুনির্দিষ্ট অফিসকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

সভাপতি বলেন যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত সফটওয়ার এ মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে বিশাল ভূমিকা রাখবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলে (পূর্ব/পশ্চিম) অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তিনি জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির বিস্তারিত ও হালনাগাদ তথ্যাদি নিয়ে একটি সভা আহবানের নির্দেশনা দেন। এছাড়া, গত তিনটি অর্থবছরে (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯) সমাপ্ত হওয়া প্রকল্পসমূহের তালিকা, অডিট আপত্তির সংখ্যা ও প্রকল্পের কাগজপত্র কোথায় সংরক্ষিত রয়েছে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন। যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।
</td><td>
(ক) প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের প্রমাপ অনুযায়ী দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় আয়োজন করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
(খ) অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির তথ্যাদি প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারে যথাযথভাবে আপলোড করতে হবে;
(গ) জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো নিয়ে আলাদা একটি সভা আয়োজন করতে হবে;
(ঘ) গত তিনটি অর্থবছরে (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯) সমাপ্ত হওয়া প্রকল্পসমূহের তালিকা, অডিট আপত্তির সংখ্যা ও প্রকল্পের কাগজপত্র সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; এবং
(ঙ) বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
</td><td>
১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
</td></tr>
<tr><td>৩.৩</td><td>ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন</td><td>
সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়েতে মোট ৮০১টি নোট উপস্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ই-নথি কার্যক্রমে উপস্থাপিত নথির সংখ্যা ১৬৭টি এবং ম্যানুয়েল বা হার্ড কপিতে উপস্থাপিত নথি সংখ্যা ৬৩৪টি, অর্থাৎ মোট কার্যক্রমের ২০.১৫% ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের প্রতিটি বিভাগে ই-ফাইলিং চালু করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে ও রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে এটুআই (A2i)-কে কয়েক দফা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের পদসমূহ ই-ফাইলিং সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে উভয় অঞ্চলের দপ্তরসমূহে ই-ফাইলিং চালু করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রমে গতিশীলতা আনা এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য গত ১৭.০৯.১৯ তারিখে অনুষ্ঠেয় সভার মাধ্যমে
</td><td>
রেলভবনসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের প্রতিটি বিভাগে ই-ফাইলিং চালু করার জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭০% নথি এবং ৬০% ডাক ই-ফাইলে নিষ্পত্তি করতে হবে।
</td><td>
১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত উভয় অঞ্চলের সকল দপ্তরের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রস্তুতের জন্য সার্ভে করা হচ্ছে। উক্ত সার্ভের ওপর ভিত্তি করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হবে।

সভাপতি ই-ফাইলিং কার্যক্রম আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭০% নথি এবং ৬০% ডাক ই-ফাইলে নিষ্পত্তি করার জন্যও নির্দেশনা দেন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৪</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি</td><td>সভায় সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><th>মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম</th><th>আগস্ট ১৯ মাসের জের</th><th>সেপ্টেম্বর ১৯ মাসে প্রাপ্ত</th><th>মোট মামলা</th><th>সেপ্টেম্বর ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ রেলওয়ে</td><td>৩২৩</td><td>১৯</td><td>৩৪২</td><td>১৩</td><td>৩২৯</td><td>৬ মাসের উর্ধ্বে ১০৩টি মামলা।</td></tr>
<tr><td>রেলপথ মন্ত্রণালয়</td><td>৪৫</td><td>-</td><td>৪৫</td><td>-</td><td>৪৫</td><td>৬ মাসের উর্ধ্বে ৪২টি মামলা।</td></tr>
</table>
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের বেশির ভাগই দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এ চলমান রয়েছে। মামলা সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র দুদকের নিকট রয়েছে।

সভাপতি বলেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নতুন মামলা দায়েরের চেয়ে নিষ্পত্তির সংখ্যা কম এবং ক্রমান্বয়ে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যৌক্তিক কারণ ব্যতিত দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন থাকা মামলাসহ অন্যান্য মামলাসমূহের তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলসহ নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তিনি নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; এবং
(খ) দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ</td><td>অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বিসিএস রেলওয়ে: ক্যাডার প্রবেশ পদ ২২টি শূন্য আছে এবং ৩৮তম হতে ৪১তম বিসিএস পরীক্ষায় ২৯জনের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৯.০১.২০১৯ তারিখে ৩৭তম বিসিএস থেকে ১২জনের নন-ক্যাডার (ডাক্তার) চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ইস্তফা পত্র গৃহিত হওয়ায় নন-ক্যাডার (আরএনবি) প্রবেশে ১টি, নন-ক্যাডার (ডাক্তার) সহকারী সার্জন ১টি ও সহকারী সার্জন (ডেন্টাল) ১টি-সহ মোট ৩টি পদ শূন্য হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলীর (বিভিন্ন ট্রেডের) ১৮৮ ও ৪৫টির চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত চাহিদার প্রেক্ষিতে পিএসসি থেকে প্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল ড্রইং) পদে ২জন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ওয়ে) পদে ২৪জন এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী (এস্টিমেটর) পদে ৭জনসহ মোট ৩৩জন যোগদান করেছেন। এছাড়াও বর্তমানে উপ-সহাকারী প্রকৌশলীর (বিভিন্ন ট্রেডের) ২৯৮টির চাহিদা পিএসসিতে প্রেরণের লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন যে, বর্তমান শূন্য পদগুলোর মধ্যে নিয়োগযোগ্য পদের সংখ্যা ৪৬৭১টি, যার বিপরীতে ২৭৩৫টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। অবশিষ্ট ১৯৩৬টি পদ বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। তিনি সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল ও শূন্য পদের নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>শ্রেণী</th><th>মঞ্জুরি</th><th>কর্মরত</th><th>শূন্যপদ</th><th>প্রবেশ পদে শূন্য পদ সংখ্যা</th><th>সরাসরি নিয়োগ যোগ্য শূন্য পদ</th><th>পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ</th></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৫৬৩</td><td>৪০৩</td><td>১৬০</td><td>৯০</td><td>৬৪</td><td>২৬</td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>১৫৮৭</td><td>৮৪৮</td><td>৭৩৯</td><td>৪৪৬</td><td>৩০০</td><td>১৪৬</td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>২১৬৪৪</td><td>১২২৭২</td><td>৯৩৭২</td><td>২৮৪৫</td><td>১১৪২</td><td>১৭০৩</td></tr>
<tr><td>৪র্থ</td><td>১৬৪৮১</td><td>১২৩৯৩</td><td>৪০৮৮</td><td>৩২২৬</td><td>৩১৬৫</td><td>৬১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪০২৭৫</td><td>২৫৯১৬</td><td>১৪৩৫৯</td><td>৬৬০৭</td><td>৪৬৭১</td><td>১৯৩৬</td></tr>
</table></td><td>(ক) রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের পেন্ডিং নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) নিয়োগের জন্য গৃহিত কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা (ছাড়পত্র গ্রহণ, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ, আবেদনপত্র গ্রহণ, আবেদন পত্র বাছাই, প্রবেশপত্র ইস্যু, লিখিত/মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রস্তুত) উল্লেখ করে নতুন একটি ছকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের করতে হবে;
(গ) বাংলাদেশ রেলওয়েসহ রেলওয়ের হাসপাতাল, স্কুল এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর শূন্য পদের বিবরণও ছক আকারে মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে;
(ঘ) চলমান নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সভাপতি একটি আলাদা সভা আয়োজন করতে</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪।চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, ৩য় শ্রেণীর ১৩টি ক্যাটাগরীতে ৮৭টি পদে এবং ৪র্থ শ্রেণীর ৬টি ক্যাটাগরীতে ৯৪৫টি পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব) সভায় জানান যে, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীতে ১টি সহকারী কমানডেন্ট-এর পদ এবং ১৯৩টি সিপাহী পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া, পশ্চিমাঞ্চলে ১৩৭জন সিপাহীর পদ শূন্য রয়েছে। দু'অঞ্চলে সর্বমোট ৩৩০জন সিপাহীর পদ শূন্য রয়েছে। তিনি শূন্য পদে সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আনসার সদস্য নিয়োগের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের পেন্ডিং নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা দেন। তিনি বিবেচ্য পদে নিয়োগের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা (ছাড়পত্র গ্রহণ, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ, আবেদনপত্র গ্রহণ, আবেদন পত্র বাছাই, প্রবেশপত্র ইস্যু, লিখিত/মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রস্তুত) উল্লেখ করে নতুন একটি ছকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়েসহ রেলওয়ের হাসপাতাল, স্কুল এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর শূন্য পদের বিবরণও ছক আকারে মাসিক সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেন। চলমান নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সভাপতি একটি আলাদা সভা আহবানের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (জনঘন্টা) প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপনের জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন।	হবে; (ঙ) আরএনবি'র সিপাহীর শূন্য পদে সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আনসার সদস্য নিয়োগের উদ্যোগ নিতে হবে; এবং (চ) APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (জনঘন্টা) প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
৩.৬	রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (মোবাইল কোর্ট, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্ধারিত সময়ে ট্রেন পরিচালনা, পরিদর্শন ইত্যাদি)	**(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলা শহরের স্টেশন ও গুরুত্বপূর্ণ জংশনে সপ্তাহে অন্তত: একদিন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের (ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া) জেলা প্রশাসকগণ-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সভাপতি কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার নির্দেশনা দেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ ছক মোতাবেক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেন।	(ক) কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে; এবং (খ) বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ (ছক মোতাবেক) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।

মন্ত্রণালয়/সংস্থা	মাসের নাম	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
রেলপথ মন্ত্রণালয়	সেপ্টে: ১৯	৫টি	১১১টি	১৭,১৬০/-	কোন আসামীকে কারাদন্ড দেয়া হয়নি।
বাংলাদেশ রেলওয়ে	সেপ্টে: ১৯	২টি	-	৪,২০০/-	

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		(খ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা: উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকাসহ সকল ডিভিশনে চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনের ভিতরে ফ্লোর, সিট কভার, টয়লেট ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৭৪২টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৩৪১টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এছাড়াও সুপারভাইজারগণের মাধ্যমে ট্রেনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রতিনিয়ত মনিটরিং করা ছাড়াও রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন অভিযান অব্যাহত আছে এবং বিষয়টি প্রতিনিয়ত মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া, স্টেশনে স্টেশনে কর্মরত সুইপারদেরকে স্টেশন মাস্টারদের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়েছে। টিটিই ব্যতিত ট্রেনে দায়িত্বরত অন্যান্য কর্মচারীগণের সাদা পোষাক পরিবর্তনের বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি করা হয়েছে। এ বিষয়ে যুগ্মমহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, কর্মচারীগণের পোষাক পরিবর্তন সংক্রান্ত কমিটি ইতোমধ্যে ২টি সভার আয়োজন করেছে, কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, স্টেশন মাস্টারের অধীনে ন্যস্তকৃত সুইপারদের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি-না তা স্টেশন পরিদর্শনকালে যাচাই করতে হবে। রেল ও রেল স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের কাজ তদারকি করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া, তিনি ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারীগণের সাদা পোষাকের পরিবর্তন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেন।	(ক) রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে; (খ) স্টেশন মাস্টারের অধীনে ন্যস্তকৃত সুইপারদের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি-না তা স্টেশন পরিদর্শনকালে যাচাই করতে হবে; (গ) রেল ও রেল স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের কাজ তদারকি করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে; এবং (ঙ) ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারীগণের সাদা পোষাকের পরিবর্তন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয় ৫। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৬। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
		(গ) সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করার জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ অব্যাহত আছে। গত বছরের সাথে চলতি বছরের দুই মাসের সময়নিবর্তিতার হারের তুলনামুলক চিত্র নিম্নরূপঃ মাস/বছর | ২০১৯ | ২০১৮ সেপ্টেম্বর | ৮২% | ৮৫% আগস্ট | ৭৮% | ৭৯.৫% সভাপতি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনার নির্দেশনা দেন। তিনি আরও বলেন যে, কোন কারণে ট্রেন বিলম্বে ছাড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে অনলাইনে এবং এলইডি প্যানেল/বড় স্ক্রীনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করতে হবে; এবং (খ) বিলম্বে ট্রেন ছাড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে অনলাইনে এবং এলইডি প্যানেল/ বড় স্ক্রীনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।;
		(ঘ) পরিদর্শন: সভাপতি বলেন যে রেলস্টেশন ও রেল পরিদর্শনের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে দু'টি চেকলিস্ট সম্প্রতি মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে দেয়া হয়েছে। রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত চেকলিস্ট অনুসরণে রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে ট্রেনের টিকেট পাওয়া যায় না মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু ট্রেনে সিট খালি থাকে বলেও অনেকে অভিযোগ করে থাকে। তাই স্টেশন/ট্রেন পরিদর্শনকালে ট্রেনের অবিক্রিত টিকেট (যদি	(ক) রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন (চেকলিস্ট মোতাবেক) করতে হবে; (খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে;

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>থাকে) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ডিজি, জিএম এবং ডিআরএমসহ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয়ধর্মী সভাসমূহের কার্যবিবরণীর অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>করতে হবে;
(গ) স্টেশন/ট্রেন পরিদর্শনকালে ট্রেনের অবিক্রিত টিকেট (যদি থাকে) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে; এবং
(ঘ) মহাপরিচালকের কার্যালয়সহ রেলওয়ের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয়ধর্মী সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>৪। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা</td><td>সভায় অবহিত করা হয় যে ট্রেনের ছাদে ভ্রমণরোধে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে পরিচালিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>মাস</th><th>মোবাইল কোর্ট</th><th>পুলিশ অভিযান</th><th>যাত্রী গ্রেফতার</th><th>কারাদন্ড</th><th>বিচারাধীন</th><th>জরিমানা আরোপ</th><th>জরিমানার পরিমাণ</th><th>উদ্ধারকৃত মালামাল এর মূল্য</th></tr>
<tr><td>আগস্ট ১৯</td><td>৩টি</td><td>২৩৮১টি</td><td>৬৫৮৮ জন</td><td>২জন</td><td>২৪৯ জন</td><td>৬৩১৪ জন</td><td>১১৬১</td><td>৫৬৮৫</td></tr>
<tr><td>সেপ্টে: ১৯</td><td>৬টি</td><td>২৩০৩টি</td><td>৮০৭১ জন</td><td>৩জন</td><td>১৯৩ জন</td><td>৭১৫৩ জন</td><td>১৬২৯</td><td>৬৯৮৫</td></tr>
</table>
সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ জানান যে সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে ২,৩৯,৬০,৫০০/- টাকার মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।
চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), আরএনবি বলেন যে সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে ৮৬৯টি চেকিং কার্যক্রম করা হয়েছে; ট্রেনের ইঞ্জিন, পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধে আরএনবি বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া, সেপ্টেম্বর-১৯ মাসে চট্টগ্রাম বিভাগে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ০৪টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়; ঢাকা বিভাগে বিভিন্ন সেকশনে ১৭টি অভিযান এবং ১৭টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আরও বলেন যে, চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য Stone Throwing Area তে জনগণকে সচেতন করতে কমান্ড্যান্ট, আরএনবি পাকশী ও লালমনিরহাট বিভাগকে জনসচেতনামূলক উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করার নিমিত্ত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ প্রতিরোধে মোট ৩৮টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব), আরএনবি সভায় জানান যে ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের পশ্চিম পার্শ্বে যে ফেন্সিং দেয়া হয়েছে তা দিয়ে সহজেই মানুষ যাতায়াত করতে পারে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) বলেন যে রেল স্টেশনের নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, টিকেট কালো-বাজারী, হকার ও হিজরার উৎপাত রোধকল্পে স্টেশন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

সভাপতি বলেন যে, টিকেট চেকিং নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। যাত্রীরা যাতে বিনা টিকিটে রেল স্টেশনে ঢুকতে না পারে সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধ এবং স্টেশনে কার্যকরভাবে ফেন্সিং করতে হবে। তিনি দেশের গুরুত্বপর্ণ স্টেশনসমূহে ‘স্টেশন ব্যবস্থাপনা কমিটি’র রূপরেখা ও কর্মপরিধি সম্বলিত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মহাপরিচলাক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ করেন।</td><td>(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ করতে হবে;
(খ) বিনা টিকেটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাঁদে ওঠা বন্ধে কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;
(গ) গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধকরণসহ কার্যকরভাবে ফেন্সিং করতে হবে; এবং
(ঘ) রেল স্টেশনের নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, টিকেট কালো-বাজারী, হকার ও হিজরার উৎপাত রোধকল্পে দেশের গুরুত্বপর্ণ স্টেশনসমূহে ‘স্টেশন ব্যবস্থাপনা কমিটি’ গঠনের রূপরেখা ও কর্মপরিধি সম্বলিত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত সিচব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>রেলওয়ের রাজস্ব আয়-ব্যয়</td><td>অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, রেলওয়ে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় বাড়ানোর নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আয় ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ চিত্র উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>খাত</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ অনুযায়ী)</th><th>অগাস্ট ২০১৯ মাসে অর্জন</th><th>শতকরা হার (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>শতকরা হার (এপিএ অনুযায়ী)</th></tr>
<tr><td>যাত্রী সংখ্যা (হাজারে)</td><td rowspan="5">২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।</td><td>৭৬৬৬</td><td>৭৩৫১</td><td>-</td><td>৯৬%</td></tr>
<tr><td>যাত্রী বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৭৫০০</td><td>৮৬৮০</td><td>-</td><td>১১৫%</td></tr>
<tr><td>মালামাল/ পার্শেল বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>২০৪১</td><td>১৯৮১</td><td>-</td><td>৯৭%</td></tr>
<tr><td>বিবিধ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>১৭৯১</td><td>৬৫৬</td><td>-</td><td>৩৬%</td></tr>
<tr><td>মোট আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>১১৩৩২</td><td>১১৩১৭</td><td>-</td><td>১০০%</td></tr>
</table>
সভা অবহিত হয় যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের ''জিওএইচ'' সিডিউল প্রোগ্রামে ৪টি লোকোমোটিভ (২৬০৪, ২৬১০, ২৯৩৩) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গত ৩০.০৬.২০১৯ ও ১৫.১০.২০১৯ তারিখে ''জিওএইচ'' সিডিউল প্রোগ্রামে ২টি লোকোমেটিভ (২৬১৫ ও ২৯০৮) মেরামত সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ৪টি লোকোমোটিভ (নং-২৭১০, ২৭১৬, ২৭১৭, ২৭০৭) ২৭০০ সিরিজের ২১টি মিটার গেজ নবরূপায়ন প্রকল্পের আওতায় মেরামত করা হবে। উক্ত প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। দ্রুত কার্যক্রম শুরু হবে।
মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) সভায় জানান যে, রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্র্যাপ দ্রুত বিক্রয়ের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সার্ভেশিট আসা মাত্রই নিয়মিতভাবে অবারিত দরপত্র আহবান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩২টি টেন্ডার আহবান করা হয়েছে এবং ৩০টি টেন্ডার আহবান করা হবে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম) সভায় জানান যে, স্ক্রাপ বিক্রয় থেকে ৩.০০ কোটি টাকা আয় হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, স্ক্রাপ বিক্রয়ের জন্য প্রকৌশল বিভাগের চাহিদা পাওয়া গেলে পবরর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
সভাপতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বিবিধ আয় যথাযথভাবে অর্জন করার নিমিত্ত সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি আরও বলেন যে নষ্ট লোকোমোটিভগুলো দ্রুত মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্র্যাপ নিয়মিত বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>(ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) নষ্ট লোকোমোটিভগুলো দ্রুত মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং
(গ) রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্র্যাপ নিয়মিত বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে;</td></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ</td><td>সভায় অবহিত হয় যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদ্বয়কে অঞ্চলভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসের উচ্ছেদের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>মোট জমি পরিমাণ (একর)</th><th>সেপ্টে:/১৯ মাস পর্যন্ত অবৈধ দখলে (একর)</th><th>সেপ্টে:/১৯ মাসে উদ্ধার (একর)</th><th>সেপ্টে:/১৯ মাস শেষে অবৈধ দখলে (একর)</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>২৪৪৪০.৯৩</td><td>৪৯৮.৬১৯৫</td><td>২২.৯১২৯</td><td>৪৭৫.৭০৬৬</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৭৪১৯.৩৫</td><td>২৭১৫.৯১৪৯</td><td>২৪.৯৫</td><td>২৬৯০.২০৪৯</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬১৮৬০.২৮</td><td>৩২১৪.৫৩৪৪</td><td>৪৭.৮৬২৯</td><td>৩১৬৬.০১১৫</td></tr>
</table>
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, অবৈধ রেলভূমি উচ্ছেদের মাসিক ও বাৎসরিক টার্গেট এবং রেল স্টেশনে অবৈধ দোকান/স্থাপনার তথ্য ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা</td><td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং জেলা আইন শৃঙ্খলা/উন্নয়ন সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে;
(খ) অবৈধ রেলভূমি উচ্ছেদের মাসিক ও বাৎসরিক টার্গেট এবং রেল স্টেশনে অবৈধ দোকান/স্থাপনার তথ্য ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি/প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। উপসচিব (আইন-৩),</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহ প্লাটফরমের বাইরে স্থাপন করা
প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে গত ১(এক) বছরে ৪ বার উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। উচ্ছেদ করার কিছু দিন পরে পুনরায় তারা আবার অবৈধভাবে দখল করে নেয়।

সভা অবহিত হয় যে, ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি একটি দোকান ইজারা দেয়া হয়েছে। উক্ত ইজারাকৃত দোকানের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (আইন-৩)'কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

সভাপতি বলেন যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করাসহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্ধারকৃত রেলভূমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়, সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া দেয়া এবং স্টেশনে কোন অবৈধ দোকান/স্থাপনা থাকলে তাও উচ্ছেদ করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহের ইজারা নবায়ন বন্ধ করা এবং যথাশীঘ্র সেগুলো প্লাটফরমের বাইরে স্থানান্তর করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন।</td><td>তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়-সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিতে হবে;
(ঘ) ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহের ইজারা নবায়ন বন্ধ করতে হবে এবং যথাশীঘ্র সেগুলো প্লাটফরমের বাইরে স্থানান্তর করতে হবে; এবং
(ঙ) ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি ইজারাকৃত দোকানের বিষয়ে তদন্ত করে দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।</td><td>রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। চীফ কর্মাশিয়াল ম্যানেজার পূর্ব/বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকতা, ঢাকা।
৭। আইন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা</td><td>সভায় সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলার নিম্নোক্ত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করা হয়:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th colspan="2">সেপ্টেম্বর ১৯ মাসে জের</th><th colspan="2">সেপ্টেম্বর ১৯ মাসে দায়ের</th><th colspan="2">সেপ্টেম্বর ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th colspan="2">সেপ্টেম্বর ১৯ মাস শেষে</th></tr>
<tr><th></th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>১০৭</td><td>৫৮৪৮৩০৩৭/-</td><td>-</td><td>১০২০৮৯/-</td><td>-</td><td>-</td><td>১০৭</td><td>৫৮৩৮০৯৫৬/-</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৬৯</td><td>৪১২৩৩৯৬৩/-</td><td>-</td><td>৫৫,০০০/-</td><td>-</td><td>-</td><td>৬৯</td><td>৪১১৭৮৯৬৩/-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৭৬</td><td>৯৯৭১৭০০০/-</td><td>-</td><td>১৫৭০৮৯/-</td><td>-</td><td>-</td><td>১৭৬</td><td>৯৯৫৫৯৯১৯/-</td></tr>
</table>
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করার জন্য প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সভাপতি সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য তৎপরতা বৃদ্ধি এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি থাকার জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করতে হবে;
(খ) সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১১</td><td>টিকেট কালো বাজারী রোধ</td><td>অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে সিসি ক্যামেরা বিদ্যমান রয়েছে এবং বিভিন্ন অপরাধমুলক কার্যক্রম প্রতিরোধ করা হচ্ছে। টিকেট কালোবাজারী রোধে অন-লাইনে টিকেট বিক্রির কোটা বৃদ্ধি করে ৫০% করা হয়েছে। স্টেশনে কর্মরত সকল শ্রেণীর ট্রাফিক কর্মচারীদের টিকেট কালোবাজারী সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিসিএম ও সিওপিএসদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, টিকেট কালোবাজারী রোধকল্পে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের চাকুরী ০৩ (তিন) বছর পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলীর জন্য সংশ্লিষ্টদের ইতোমধ্যেই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, টিকেট কালোবাজারী রোধে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) প্রদর্শনের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।</td><td>(ক) টিকেট কালোবাজারী বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(খ) টিকেটের উপর যাত্রীর নাম ও বয়স লেখা এবং NID ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে;
(গ) ট্রেনে টিকেট চেকিং কালে NID নম্বর ব্যবহার করে টিকেট</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। চীফ কমান্ড্যান্ট</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহ প্লাটফরমের বাইরে স্থাপন করা
প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে গত ১(এক) বছরে ৪ বার উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। উচ্ছেদ করার কিছু দিন পরে পুনরায় তারা আবার অবৈধভাবে দখল করে নেয়।

সভা অবহিত হয় যে, ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি একটি দোকান ইজারা দেয়া হয়েছে। উক্ত ইজারাকৃত দোকানের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (আইন-৩)'কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

সভাপতি বলেন যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করাসহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্ধারকৃত রেলভূমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়, সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া দেয়া এবং স্টেশনে কোন অবৈধ দোকান/স্থাপনা থাকলে তাও উচ্ছেদ করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহের ইজারা নবায়ন বন্ধ করা এবং যথাশীঘ্র সেগুলো প্লাটফরমের বাইরে স্থানান্তর করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন।</td><td>তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়-সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিতে হবে;
(ঘ) ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহের ইজারা নবায়ন বন্ধ করতে হবে এবং যথাশীঘ্র সেগুলো প্লাটফরমের বাইরে স্থানান্তর করতে হবে; এবং
(ঙ) ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি ইজারাকৃত দোকানের বিষয়ে তদন্ত করে দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।</td><td>রেলপথ ম[illegible]লয়।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। চীফ কর্মাশিয়াল ম্যানেজার পূর্ব/বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকতা, ঢাকা।
৭। আইন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা</td><td>সভায় সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলার নিম্নোক্ত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করা হয়:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th colspan="2">সেপ্টেম্বর ১৯ মাসে জের</th><th colspan="2">সেপ্টেম্বর ১৯ মাসে দায়ের</th><th colspan="2">সেপ্টেম্বর ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th colspan="2">সেপ্টেম্বর ১৯ মাস শেষে</th></tr>
<tr><th></th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>১০৭</td><td>৫৮৪৮৩০৩৭/-</td><td>-</td><td>১০২০৮৯/-</td><td>-</td><td>-</td><td>১০৭</td><td>৫৮৩৮০৯৫৬/</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৬৯</td><td>৪১২৩৩৯৬৩/-</td><td>-</td><td>৫৫০০০/-</td><td>-</td><td>-</td><td>৬৯</td><td>৪১১৭৮৯৬৩/-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৭৬</td><td>৯৯৭১৭০০০/-</td><td>-</td><td>১৫৭০৮৯/-</td><td>-</td><td>-</td><td>১৭৬</td><td>৯৯৫৫৯৯১৯/-</td></tr>
</table>
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করার জন্য প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সভাপতি সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য তৎপরতা বৃদ্ধি এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি থাকার জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করতে হবে;
(খ) সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১১</td><td>টিকেট কালো বাজারী রোধ</td><td>অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে সিসি ক্যামেরা বিদ্যমান রয়েছে এবং বিভিন্ন অপরাধমুলক কার্যক্রম প্রতিরোধ করা হচ্ছে। টিকেট কালোবাজারী রোধে অন-লাইনে টিকেট বিক্রির কোটা বৃদ্ধি করে ৫০% করা হয়েছে। স্টেশনে কর্মরত সকল শ্রেণীর ট্রাফিক কর্মচারীদের টিকেট কালোবাজারী সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিসিএম ও সিওপিএসদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, টিকেট কালোবাজারী রোধকল্পে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের চাকুরী ০৩ (তিন) বছর পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলীর জন্য সংশ্লিষ্টদের ইতোমধ্যেই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, টিকেট কালোবাজারী রোধে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) প্রদর্শনের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।</td><td>(ক) টিকেট কালোবাজারী বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(খ) টিকেটের উপর যাত্রীর নাম ও বয়স লেখা এবং NID ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে;
(গ) ট্রেনে টিকেট চেকিং কালে NID নম্বর ব্যবহার করে টিকেট</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। চীফ কমান্ড্যান্ট</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ বলেন যে, টিকেট কালোবাজারী বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে টিকেট কালোবাজারীর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১০জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।
টিকেটের কালোবাজারীরোধ এবং একজনের টিকেটে অন্যযাত্রীর ভ্রমণ বন্ধে সংশ্লিষ্ট যাত্রীর যেকোন একটি বৈধ ফটো আইডি (ড্রাইভিং লাইসেন্স/জন্মনিবন্ধন কার্ড/এনআইডি কার্ড/দাপ্তরিক পরিচয় পত্র ইত্যাদি) কার্ডের কপি আন্ত:নগর ট্রেনে ভ্রমণকালে সঙ্গে নেয়ার বিধান করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়।
সভাপতি টিকেট কালোবাজারি রোধে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম ও বয়স লেখা এবং NID ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে এবং ট্রেনে টিকেট চেকিং কালে NID ব্যবহারকারি যাত্রীর সঠিকতা নিরুপণ করার জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি আন্ত:নগর ট্রেনের যাত্রীর যেকোন একটি বৈধ ফটো আইডি (ড্রাইভিং লাইসেন্স/জন্মনিবন্ধন কার্ড/এনআইডি কার্ড/পাসপোর্ট/দাপ্তরিক পরিচয় পত্র ইত্যাদি) কার্ডের কপি ভ্রমণকালে সঙ্গে নেয়ার বিধান চালুর বিষয়টি পরীক্ষা করে মতামত দেয়ার জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ জানান।</td><td>ক্রয়কারি যাত্রীর সঠিকতা নিরুপণ করতে হবে; এবং
(ঘ) আন্ত:নগর ট্রেনের যাত্রীর যেকোন একটি বৈধ ফটো আইডি (ড্রাইভিং লাইসেন্স/ জন্মনিবন্ধন কার্ড/এনআইডি কার্ড/ পাসপোর্ট/দাপ্তরিক পরিচয় পত্র ইত্যাদি) কার্ডের কপি ভ্রমণকালে সঙ্গে নেয়ার বিধান চালুর বিষয়টি পরীক্ষা করে মতামত দিতে হবে।</td><td>(পূর্ব/পশ্চিম), আরএনবি, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫।বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকতা (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১২</td><td>রেলওয়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম</td><td>সভায় সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রমের নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th>(চিকিৎসক) মঞ্জুরকৃত/ কর্মরত</th><th>(নার্স) মঞ্জুরকৃত/ কর্মরত</th><th>ভর্তি কার্যকর্তা/ কর্মচারী</th><th>ভর্তি নির্ভর শীল</th><th>বহি:বিভাগ কার্যকর্তা/ কর্মচারী</th><th>বহি:বিভাগ নির্ভরশীল</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>/২২</td><td>/৩৪</td><td>২৪২</td><td>১৭৫</td><td>২৪০৯</td><td>৩১৮৭</td><td>মঞ্জুরিকৃত পদ উল্লেখ নেই।</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৪/১৬</td><td>৩০/১৭</td><td>৭৩</td><td>৫৫</td><td>৫৭৩৬</td><td>৫৪৫২</td><td>দুই কিস্তিতে ক্রয়কৃত ঔষধ সরবরাহ করা হয়।</td></tr>
</table>
সভায় অবহিত হয় যে, ড. খালেদ হোসেন, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-৪) ও আহবায়ক, রেলপথ মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য গঠিত কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে; কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সিনিয়র সহাকরি সচিব (প্রশাসন-১/সংযুক্ত রেলওয়ে অপারেশন) জানান যে, রেলওয়ে হাসপাতাল ও শিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে আগামী ৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে একটি সভা আয়োজনের জন্য ধার্য রয়েছে।

সভাপতি কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম যথা- ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত অভিযানের তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, মজুদ পরিস্থিতির তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে করতে হবে ;
(খ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য আলাদা একটি ছকে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন যথাসময়ে দিতে হবে; এবং
(ঘ) কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-৪), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১৩</td><td>মুজিববর্ষ ২০২০ উদযাপন</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহিত কর্মসূচির সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৭.১০.২০১৯ তারিখ বিকাল ০৩:০০ টায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সভাপতি বলেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহিত কর্মসূচি যথাসময়ে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন।</td><td>জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহিত কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। মহাব্যস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম),</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
				বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১৪	বিবিধঃ (ক) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহিত রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ১৩টি সিদ্ধান্ত অনিষ্পন্ন রয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয়সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে নির্দেশনা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাসিক সমন্বয়সভায় আলোচ্যসূচিভুক্ত করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাসিক সমন্বয়সভায় আলোচ্যসূচিভুক্ত করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
	(খ) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কক্ষ পুনর্বিন্যাস	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে রেলভবনের ২য় ও ৯ম তলা ছাড়াও ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার বিভিন্ন কক্ষে মন্ত্রণালয়ের অনেক শাখা/অধিশাখা রয়েছে এবং অনেক কর্মকর্তা/কর্মচারি দায়িত্ব পালন করেন। এতে সরকারি কাজ-কর্মে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং সময় ক্ষেপন হয়। সভাপতি বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যে সকল কক্ষ পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজনতা নিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো)-এর সাথে আলোচনাক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যে সকল কক্ষ পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন তা নিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো)-এর সাথে আলোচনাক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
	(গ) বাংলাদেশ রেলওয়েতে Ibas++ বাস্তবায়ন	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়েতে Integrated Budget And Accounting System (iBAS++) পূনাঙ্গভাবে চালু হয়নি। তিনি রেলওয়ের সকল দপ্তরে iBAS++ পদ্ধতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাসিক সমন্বয়সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি iBAS++ পদ্ধতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাসিক সমন্বয়সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা দেন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন।	iBAS++ পদ্ধতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাসিক সমন্বয়সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষন) রেলপথ মন্ত্রণালয়।

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৩৫.১৮- ৬২৫

তারিখ: ১৯ কার্তিক ১৪২৬
০৪ নভেম্বর ২০১৯

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এসএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
৭। সহকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন রেলভবন, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (১১ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্রগ্রাম।
১০। যুগ্মমহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।

১১। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১২। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। উপসচিব(সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৭। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৮। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৯। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্টগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
২০। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৩। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৬। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd